ফুলচোর

~~ নীল স্বপ্ন ~~

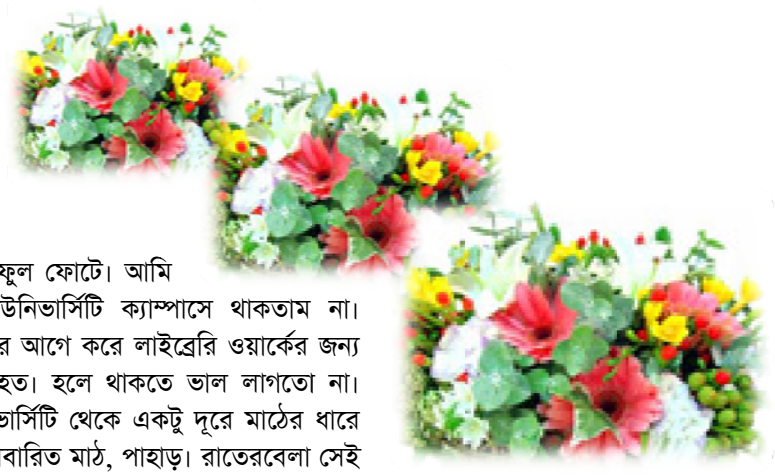

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেক ধরণের ফুল ফোটে। আমি যখন পড়তাম তখনো ফুটতো। আমি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে থাকতাম না। থাকতাম শহরে। তবে মাঝে মাঝে এক্সামের আগে করে লাইব্রেরি ওয়ার্কের জন্য আমাকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে থাকতে হত। হলে থাকতে ভাল লাগতো না। পলিটিক্সের কারণে। আমি থাকতাম ইউনিভার্সিটি থেকে একটু দূরে মাঠের ধারে ছোট্ট একটি টিনের ঘরে, একা। চারপাশে অবারিত মাঠ, পাহাড়। রাতেরবেলা সেই মাঠের মাঝখানে আমি গীটার নিয়ে একা একা বাজাতাম। কেউ থাকতো না আশে পাশে। কেমন একটা অদ্ভুত ভালো লাগায় আমার মন ভরে উঠতো সেইসব পূর্ণিমা আর অমাবস্যার রাতে।

আমার ঘুম ভাঙ্গতো সেইসব কুয়াশা ঝরানো ভোরে। দরজা খুলতেই দেখতাম একগুচ্ছ ফুল কে যেন রেখে গেছে দরজার পাশে। আমি কখনোই তাকে দেখতাম না, কারণ ভোরের সূর্য উঠাও আমার দেখা হতো না। কিন্তু প্রতি ভোরে একগুচ্ছ ফুল আমার জন্য থাকতোই।

পাহাড়ি ফুল, বোট্যানিকাল গার্ডেনের গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া, বর্ষার সময় কদম, মে ফ্লাওয়ার, সোনালু ফুল...কি থাকতো না সেই ফুলের গোছাটায়!

একদিন ভোরে উঠে আমার অভ্যস্ত মন দরজা খুলে ফুল খুঁজতে থাকে নিজের অজান্তেই। কিছু কুয়াশাভেজা ঘাস আর রাতের শিশির ছাড়া ঘুম ঘুম চোখে কিছুই দেখা গেল না। পাখিদের সকাল বেলার কিচিরমিচির কেন যেন ম্লান লাগলো।

ব্যাগ গুছিয়ে লাইব্রেরির দিকে হাঁটা ধরলাম। সুন্দর সাজানো গুছানো বাগান চারিদিকে। বাগানের মালি বুড়ো দাদুর দিকে হাত নাড়লাম। দাদুও তার হাসি আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। বললো...বাবা, ফুলচোরদের জ্বালায় ফুল আর রাখা গেল না। এরা ফুল চুরি করে শাটল্ ট্রেইনে স্টুডেন্টদের কাছে বিক্রি করে। আমি বলি, দাদু ফুলের মত জিনিস চুরি করলেই বা কি। দাদু হাসে...আমাকে একটা গোলাপ ছিঁড়ে দেয়। আমি হেসে চলে গেলাম লাইব্রেরির ভিতরে।

দুপুর বেলা লাঞ্চ সেরে ইউনিভার্সিটি স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম। উদ্দেশ্য বন্ধুদের সাথে দেখা করা। গিয়ে দেখি অনেক মানুষের জটলা।একটা ছেলে ট্রেইনে কাটা পড়েছে।ভীড় সরিয়ে দেখি...একটা টোকাই।
আমি তাকে ভালমতই চিনি। সে স্টেশনে ফুল বেচে। সিগারেট বিক্রি করে। আমাদের সাথে একসাথে বসে মাঝে মাঝে গান গাইতো। টাকা খুঁজতো না কখনো। খুব ক্ষিদে পেলে শুকনো মুখে ঘুরতো আশে পাশে। তখন তাকে নিয়ে খেতে যেতাম। সে খুব লাজুক লাজুক মুখ নিয়ে আমার পাশে বসে খেতো। বিনিময়ে আমাকে ইউনিভার্সিটির উচুঁ উচুঁ গাছগুলো থেকে ফুল পেড়ে দিত।

আমি নীরবে সরে আসলাম সেখান থেকে। আমার সেই ঝুপড়ি টিনের ঘরে ফিরে এসে আমার গীটার নিয়ে মাঠের ধারে বসলাম। সামনে ধু ধু ধানক্ষেত। সবুজ পাহাড়। গীটার আমার হাতেই রইল। আমার পাশে শুকনো কিছু ফুল।

চোখটা কেন ঝাপসা হয়ে আসে? এতদিন পরেও। ও ফুলচোর...আমাকে এখন কেউ কোন ফুল দেয় না, তুই জানিস? আমি খুব ফুল ভালবাসি। আচ্ছা তুইও কি ফুল ভালবাসতি? আজ তোর জন্য আমি অনেক ফুল কিনবো। আজ অগাস্ট ১১. আমার জন্য কারো ফুল চুরি করার শেষদিন।

অগাস্ট ১১, ২০০৬